# প্রকল্পের নাম : মুক্তিধারা



- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, উন্নয়নের ডানায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা, দলগতভাবে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটা—এইভাবেই 'মুক্তিধারা' বাংলার প্রান্তিক জীবনে পরিবর্তন আনছে।

  রাজ্য সরকার এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণে 'মুক্তিধারা' পুরুলিয়াতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বহুমুখী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রামবাংলার চিরাচরিত পেশাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তাঁদের জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

  ২০১৩-র ৭ মার্চ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে 'মুক্তিধারা' প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ায় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলরামপুর এবং পুরুলিয়া-১-এর ১৩৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের নানা জেলায় 'পুরুলিয়া মডেল' চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে এই প্রকল্প সফল হওয়ায় প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রকল্পটি চালু হয় এবং বর্তমানে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানেও 'মুক্তিধারা' চালু হতে চলেছে।
- **কারা আবেদন করবেন :** রাজ্যের যে জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চলছে সেইসব জেলার দরিদ্র মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্ব গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ পাননি, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** এই প্রকল্পের জন্য জেলাস্তরে জেলা প্রশাসনিক টিম তৈরি করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীর সঙ্গে উন্নয়নের সঙ্গে মূল ধারায় যুক্ত সরকারি বিভাগগুলি, যেগুলিকে লাইন ডিপার্টমেন্ট বলে, সেগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপার ভাইজার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর নিগম লিমিটেড (WBSCL) এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে।